প্রাক্‌কথন

সাম্মানিক বাংলা নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনার সময় থেকেই কথাসাহিত্যের প্রতি ভালোলাগা তৈরী হয়েছিল। শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকাদের সাহচর্যে সেই ভালোলাগা ভালোবাসায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যকর্মের সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি। স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষে সেমিনার-এর সূত্রে মহাশ্বেতা দেবীর 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তির' উপন্যাসটির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। উপন্যাসটি পড়েই মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছিলাম। তখনই জেনেছিলাম— এ উপন্যাসটি পড়ার আগে 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটি পড়ে নেওয়া প্রয়োজন। স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত এটুকুই ছিল মহাশ্বেতা দেবীকে চেনা এবং জানা।

মহাশ্বেতা দেবী সম্পর্কে আগ্রহ পুনরায় জাগ্রত হয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে চলা ''আধুনিকতার অভিমুখে বাঙালি নারী (উনিশ-বিশ শতক)'' শীর্ষক ইউ.জি.সি. মেজর রিসার্চ প্রোজেক্টে রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করার সময়। সে সময় আমার আগ্রহের কথা জেনে ম্যাডাম আমাকে মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস নিয়ে গবেষণা করার ব্যাপারে উৎসাহ দেন এবং আমি তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে 'মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস : জীবনবোধ ও সমাজভাবনা' শিরোনামে পিএইচ.ডি. গবেষণা শুরু করি। আমার গবেষণাকর্ম শেষ হওয়া তো দূরের কথা শুরুও হত না মঞ্জুলা ম্যাডামের সাহচর্য ছাড়া। ব্যক্তিগত জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হবার ফলে গবেষণা কাজের গতি শ্লথ হয়েছে। কিন্তু ম্যাডাম প্রতিমুহূর্তে পাশে থেকে ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে কীভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়, সে ব্যাপারে পথনির্দেশ করেছেন। প্রতিমুহূর্তে পাশে থাকার জন্য ম্যাডামকে বিনম্র চিত্তে প্রণাম জানাই, সেই সঙ্গে ভবিষ্যতেও একই রকমভাবে পথনির্দেশ করবেন, এ আশা রাখি।

গবেষণা কাজটি সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকাদের সাহায্য এবং উৎসাহ আমাকে প্রতিমুহূর্তে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বই এবং পত্রপত্রিকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁদের ঋণও স্বীকার করি কৃতজ্ঞ চিত্তে এবং তাঁদের আমার প্রণাম জানাই। শিলিগুলি কলেজে স্নাতক স্তরে পাঠকালে যাদের শিক্ষক হিসেবে পেয়েছি, প্রণাম জানাই তাঁদের। প্রণাম জানাই আমার বাবা করুণা কিঙ্কর চক্রবর্তী এবং মা উমা চক্রবর্তীকে, যারা আমাকে কাজটি সম্পন্ন করতে প্রাণিত করেছেন। বাংলা

সাহিত্যের ছাত্র আমার বাবা প্রুফ সংশোধন করার কাজেও সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ জানাই আমার ছোটবোন মিলি চক্রবর্তী এবং দুই ভাই শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও দীপঙ্কর চক্রবর্তীকে যারা ‘কবে শেষ হবে’ বলে প্রতিমুহূর্তে তাড়া দিয়েছে। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই আমার সহকর্মী নকশালবাড়ি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষ ধন্যবাদ জানাই ভ্রাতৃসম সহকর্মী আলিপনুর আহমেদকে, গবেষণা কাজের প্রুফ দেখা ও বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা দিয়ে সাহায্য করার জন্য।

বইপত্রের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার এবং নকশালবাড়ি মহাবিদ্যালয়ের লাইব্রেরির শরণাপন্ন হয়েছি। এই দুই লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক এবং কর্মীদের আমার ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই ভ্রাতৃপ্রতিম সুজিত রায়কে, যিনি আমার গবেষণাপত্রটি মুদ্রণ করতে দীর্ঘ শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন। ধন্যবাদ জানাই গবেষণা পত্রটি বাঁধাই-এর কর্মীবৃন্দকে। আর সব শেষে আমার স্বামী কমলেন্দু গোস্বামীকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে গবেষণা কাজটি শেষ করার সুযোগ দেবার জন্য। ক্ষমাপ্রার্থী শিশুপুত্র অর্কেন্দু গোস্বামীর কাছে, মা হিসেবে ওর প্রাপ্য সময়টুকু না দিতে পারার জন্য।

গবেষণা কাজটি সম্পূর্ণ করতে যথেষ্ট সচেতনতা এবং সতর্কতা অবলম্বন করেছি। তা সত্ত্বেও মুদ্রণজনিত কোন ত্রুটি থাকলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

নমিতা চক্রবর্তী ৩১/১০/২০১৭

তারিখ : ৩১. ১০. ২০১৭
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং

নমিতা চক্রবর্তী